আলমডাঙ্গায় প্রকাশিত খবরে অসহায় রাকিবকে ডেকে সহায়তা দিলেন ইউএনও

পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর আলমডাঙ্গায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) পান্না আক্তারের মানবিক উদ্যোগে প্রতারণার শিকার কিশোর রাকিবের পরিবারকে তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বুধবার আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি পোয়ামারি গ্রামের কিশোর রাকিব (১৪) প্রতারণার শিকার হয়ে তার একমাত্র আয়ের উৎস পাখিভ্যান প্রতারক চক্রের হাত থেকে হারিয়ে ফেলে। পাখিভ্যান হারানোর পর রাকিবের পরিবার সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ে। এই ঘটনা স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনসহ কয়েকটি আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বিষয়টি ইউএনও পান্না আক্তারের নজরে আসে।

রবিবার বিকেল ৩টার সময় ইউএনও পান্না আক্তারের কক্ষে ভুক্তভোগী পরিবারকে ডেকে সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
পরিবারটি এই সহায়তা পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। ইউএনও শুধু আর্থিক সহায়তাতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং পরিবারের খোঁজখবর নিয়েছেন এবং তাদের মানসিক সাহসও বাড়িয়েছেন।

পান্না আক্তার সাংবাদিকদের বলেন, “আপনারা যদি এমন অসহায় মানুষের সন্ধান পান, অবশ্যই নিউজ করবেন এবং উপজেলা প্রশাসনকে জানাবেন। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো প্রশাসনের দায়িত্ব। আমরা কোনো অবস্থাতেই এই দায়িত্ব এড়াতে পারি না। প্রতারণার মাধ্যমে ছিনিয়ে নেওয়া পাখিভ্যান উদ্ধারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রতারণার চক্র সনাক্ত করা হয়েছে।”

ভুক্তভোগী পরিবারের অভিভাবক রোজিনা বলেন, “স্যারের সরাসরি সহায়তা আমাদের জন্য এক আশার আলো। তিনি শুধু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেননি, আমাদের মানসিক শক্তিও দিয়েছেন।” এই ঘটনার মাধ্যমে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালনের এক নজির স্থাপন হয়েছে, যা স্থানীয় জনগণের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

হতদরিদ্রের চালের লাইনে কলেজ শিক্ষক, আলমডাঙ্গায় চাঞ্চল্য

হতদরিদ্র, বিধবা ও দুস্থদের জন্য বরাদ্দকৃত ভিজিএফের চাল নিতে লাইনে দাঁড়িয়েছেন এক স্বচ্ছল কলেজ শিক্ষক এমন ঘটনায় চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পৌরসভা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও বিস্ময় দেখা দিয়েছে।

রোববার আলমডাঙ্গা পৌরসভায় ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রম চলাকালে ইয়াসিন আলি নামে এক ব্যক্তিকে চালের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার নিগার সিদ্দিক ডিগ্রি কলেজের শরীরচর্চা শিক্ষক। একজন কলেজ শিক্ষককে দুস্থদের জন্য বরাদ্দ চাল নিতে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উপস্থিত সাধারণ মানুষ হতবাক হয়ে যান।

চাল নেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষক ইয়াসিন আলি বলেন, “আমার বাসায় কে কার্ড দিয়ে গেছে আমি জানি না। তবে কার্ড যেহেতু পেয়েছি, তাই চাল নিতে এসেছি। এটা আমার প্রাপ্য বলেই মনে করি।”

তবে স্থানীয়দের দাবি ভিন্ন। তাদের মতে, ইয়াসিন আলির আলমডাঙ্গা পৌরসভার এরশাদপুর এলাকায় নিজস্ব ফ্ল্যাটবাড়ি রয়েছে এবং তিনি যথেষ্ট জমি-জমার মালিক। একজন স্বচ্ছল ব্যক্তি হয়েও সরকারি ত্রাণ নেওয়া নীতিবহির্ভূত এবং প্রকৃত দরিদ্রদের প্রতি অবিচার বলে মনে করছেন তারা।

এ বিষয়ে পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর রানা বলেন, ওই শিক্ষক অনেক আগে থেকেই চাল নিচ্ছেন। এবার আমরা স্বচ্ছতার ভিত্তিতে চাল বিতরণ করছি। হয়তো ভুলবশত তার হাতে কার্ড চলে গেছে।

ঘটনাটি নিয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পান্না আক্তার কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বলেন, ঘটনাটি জানার পর আমি খোঁজ নিয়েছি কে তাকে কার্ড দিয়েছে, কিন্তু কেউ দায় স্বীকার করছে না। আমি নির্দেশ দিয়েছি, যদি তিনি পাওয়ার যোগ্য না হন, তবে সেই

চাল যেন কোনো প্রকৃত গরিব ব্যক্তিকে দেওয়া হয়।

স্থানীয় সচেতন মহল মনে করছেন, সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুফল যেন প্রকৃত অভাবী মানুষের কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতে আরও কঠোর যাচাই-বাছাই প্রয়োজন। স্বচ্ছল ব্যক্তিদের এ ধরনের সুবিধা গ্রহণ প্রকৃত দুস্থদের অধিকার ক্ষুণ্ন করে বলেও তারা মত প্রকাশ করেছেন।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে ভিজিএফ চাল বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে জন প্রতি ১০ কেজি করে ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকাল সাড়ে ৭টার সময় ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে চাল বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

২০২৫–২৬ অর্থবছরের আওতায় ২০২৬ সালের ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বরাদ্দকৃত ভিজিএফ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ০৬ নং হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে উপকারভোগীদের মাঝে এই চাল বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় অনুকূলে বরাদ্দপ্রাপ্ত ২৬৮৮টি কার্ডের বিপরীতে প্রত্যেক উপকারভোগীকে নির্ধারিত পরিমাণ চাল প্রদান করা হয়।

ভিজিএফ চাল সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে বিতরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বিএনপির পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সোলেমান মল্লিক এবং ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওহিদুজ্জামান। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করেন হাউলী ইউনিয়ন জামায়াতের আমির উবায়দুর রহমান ও সেক্রেটারি আব্দুল গাফফার।

চাল বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক

কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান মনির, ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান এবং ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করেন। উপকারভোগীরা জানান, ঈদ উপলক্ষে সরকারের এ সহায়তা তাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় ডিজেল সংকটে বিপাকে কৃষক, ফলন বিপর্যয়ের আশঙ্কা

চুয়াডাঙ্গায় ডিজেল তেলের সংকটে কৃষকদের মাঝে হাহাকার দেখা দিয়েছে। ধানক্ষেতে সেচ দিতে না পারায় ফলন বিপর্যয়ের আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার বেশির ভাগ ফিলিং স্টেশনেই ডিজেল নেই। অনেক পাম্পে “ডিজেল নেই” লেখা ব্যানার ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে কৃষকদের দুর্ভোগ আরও বেড়েছে। অভিযোগ রয়েছে, পাম্প মালিকরা ডিপো থেকে তেল উত্তোলন বন্ধ রেখেছেন।

চুয়াডাঙ্গা কৃষিনির্ভর একটি সমৃদ্ধ জনপদ। এ অঞ্চলের জমি অত্যন্ত উর্বর হওয়ায় এখানে সব ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়। বিশেষ করে ধান উৎপাদনের জন্য এ অঞ্চলকে শস্যভান্ডার বলা হয়। বর্তমানে জেলার মাঠজুড়ে সবুজ ধানক্ষেতের সমারোহ দেখা গেলেও সেচ দিতে না পারায় বিপাকে পড়েছেন কৃষকরা।

কৃষকরা জানান, ধানের খেতে সেচ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ডিজেল পাওয়া যাচ্ছে না। সেচ দিতে না পারলে জমি ফেটে যাবে এবং ফলন কমে যাবে। এতে চাষাবাদে বড় ধরনের লোকসানের আশঙ্কা রয়েছে। অনেক কৃষকই দুই-এক লিটার ডিজেলের জন্য কন্টেইনার বা বোতল হাতে এক পাম্প থেকে অন্য পাম্পে ঘুরছেন, কিন্তু কোথাও তেল পাচ্ছেন না।

কৃষকদের ভাষ্য, প্রতিদিন ধানক্ষেতে সেচ দেওয়ার জন্য অন্তত দেড়

লিটার ডিজেল প্রয়োজন হয়। কিন্তু ডিজেলের অভাবে সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

অন্যদিকে ফিলিং স্টেশনের মালিকরা বলছেন, তারা ডিপো থেকে রেশনিং পদ্ধতিতে ডিজেল পাচ্ছেন। অনেক সময় গাড়ির ধারণক্ষমতার তুলনায় কম তেল বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। এতে অর্ধেক ভর্তি ট্যাংকার আনতে গিয়ে পরিবহন খরচ বেড়ে যাচ্ছে এবং লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে বলে জানান তারা।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার উদ্যোগে মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান

আলমডাঙ্গা পৌর সভার উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন স্থানে মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা ১১টায় এই অভিযান পরিচালিত হয়। পৌর প্রশাসকের আয়োজনে পৌরসভা কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন।

অভিযানের সময় শহরের রাস্তা, ড্রেন ও নালা পরিস্কার রাখা হয়েছে এবং মশার বংশবিস্তার রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসচেতনতা মূলক প্রচারণা চালানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক পান্না আকতার বলেন, “শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং মশা বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। নাগরিকদের সচেতন হতে হবে এবং নোংরা আবর্জনা স্তূপ না বানিয়ে নিজ নিজ জায়গা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।”

অভিযানে অংশ নেন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা শারমিন আক্তার। তিনি বলেন, “মশা বাহিত রোগ থেকে রক্ষা পেতে আবর্জনা স্তূপ ও নোংরা পানির জমার জায়গা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। যাতে মশা ডিম পাড়তে না পারে, সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।”

আলমডাঙ্গায় সুদ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে গ্রামবাসীর সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়নের ব্যানাগাড়ি গ্রামের গ্রামবাসী সুদ ব্যবসায়ীর দ্বারা হয়রানির অভিযোগে শনিবার বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। গ্রামবাসীর উদ্যোগে ব্যানাগাড়ি মোড়ে অনুষ্ঠিত এই সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ তুলে তারা প্রশাসন ও সাংবাদিকদের সতর্ক করেছেন।

ভুক্তভোগীদের পক্ষে ২ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য রনি মাহমুদ লিখিত বক্তব্যে বলেন, “হিংসার বশবর্তী হয়ে গ্রামে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে ইউপি চেয়ারম্যান, আমি রনি মাহমুদ, গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পিন্টু রহমান, সমাজসেবক আরজ আলী, টাবলু ও চাকরিজীবী মুকুল হোসেনসহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাকে প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।”

লিখিত বক্তব্যে আরও উল্লেখ করা হয়, ২০২০ সালে গ্রামের ইসরাইল হোসেনের ভোলারদাড়ি মোড়ে একটি মুদি দোকান ছিল। সেই দোকানে সুদে কারবার চলত। ২০২২ সালে জমির মালিক বাড়ি নির্মাণের জন্য দোকানটি ভেঙ্গে দেন। দোকান ভাঙার পরও তার সুদের ব্যবসা থেমে যায়নি। ‘ডেইলি সমিতি’ নামে গ্রামে অসহায় দরিদ্র ও দিনমজুরদের টাকা আত্মসাৎ করেছে এবং বিভিন্নভাবে সুদের মাধ্যমে আরও মানুষকে অর্থদণ্ডের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এতে অনেক দরিদ্র পরিবার তাদের জমা করা টাকা ফেরত না পেয়ে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে।

তিনি জানান, ইসরাইল হোসেনের কাছে গ্রামবাসীর কালাম অনুযায়ী সাড়ে ৫ লাখ টাকার পাওনা রয়েছে। কোর্টে অভিযোগের পূর্বে চেয়ারম্যান, মেম্বর ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে কয়েকবার বসার চেষ্টা করা হলেও ইসরাইল হোসেনের অসহযোগিতা, অনিয়ম ও হিসাবের গরমিলের কারণে কোনো সমাধান সম্ভব হয়নি। পরে ২০২৩ সালে কোটে ইসরাইল হোসেনের বিরুদ্ধে চেক জালিয়াতির মামলা দায়ের করা হয়।

মামলার ফলশ্রুতিতে কালামের দুই বছরের জেল হয়।

সংবাদ সম্মেলনে গ্রামবাসীরা আরও বলেন, ইসরাইল হোসেনের দাবি যে তিনি চেয়ারম্যান, মেম্বরসহ স্থানীয় কিছু মানুষের বিরুদ্ধে প্রাণ নাশের হুমকি পেয়েছেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি মোবাইল বা অন্য কোন মাধ্যমে হুমকির প্রমাণ দেখাননি। গ্রামবাসী ইতিমধ্যেই তার একঘর আচরণ থেকে বিরত হয়েছে এবং ঈদে তার সঙ্গে আর কোনো লেনদেন করতে চায় না।

গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে বলা হয়, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার যদি সুদখোর বা মাদক সেবীদের সামাজিকভাবে বয়কট করে, তবে তারা মুসলিম বা বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সেই উদ্যোগকে সমর্থন করবে।

সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তারা প্রকৃত ঘটনা প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতির ওপর হামলার ঘটনায় প্রতিবাদ সভা

দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের ওপর হামলার প্রতিবাদে দর্শনা প্রেসক্লাবে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।শনিবার ইফতার মাহফিল শেষে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

ইকরামুল হক পিপুল জানান, প্রয়াত সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান লিয়াকত আলীর ছেলে টুটুল শাহ তাকে গালিগালাজ ও বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘ওসি-এসপি আমার পকেটে থাকে’ বলেও হুমকি দেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শ্যামপুর গ্রামের শিলনের ছেলে ইমনকে (১৫) এসির তার চুরির অভিযোগে টুটুল শাহ দর্শনা থানায় নিয়ে যান। তবে তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ না থাকায় পুলিশ সামাজিকভাবে মুচলেকা নিয়ে তাকে তার দাদা ফয়েজ উদ্দিনের কাছে হস্তান্তর করে। একই সঙ্গে

তাকে দর্শনা ছেড়ে তার মামার বাড়ি ফরিদপুরে চলে যাওয়ার শর্ত দেওয়া হয়। এ সময় ইকরামুল হক পিপুল উপস্থিত ছিলেন।

পরে এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে টুটুল শাহ ও তার চাচাতো ভাইরা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন বলে অভিযোগ করা হয়।

এ ঘটনায় দর্শনা থানায় মৌখিক অভিযোগ করা হয়েছে। পরে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হবে বলে জানান ইকরামুল হক পিপুল ও প্রেসক্লাবের সদস্যরা।

প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন, চঞ্চল হেমমুদ, ওয়াসিম রয়েল, সাংবাদিক রাজিব মল্লিক, ইমতিয়াজ রয়েল, হাসমত আলী, মোস্তাফিজুর রহমান কচি, কামরুজ্জামান যুদ্ধ, রিফাত রহমান, শ্রী সুকমল বাঁধন, সাব্বির আলিম, ফারাদ হোসেন ও আব্দুল হান্নান।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান জানান, ইমনকে থানায় আনা হলেও তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ইকরামুল হক পিপুলের সঙ্গে অপ্রীতিকর ঘটনার বিষয়ে একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে ইমনের দাদা ফয়েজ উদ্দিন তাকে থানায় দিলে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

দর্শনা প্রেসক্লাবের আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির আয়োজনে গতকাল শনিবার ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি

মনিরুজ্জামান ধীরু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন, চঞ্চল হেমমুদ, ওয়াসিম রয়েল, সাংবাদিক রাজিব মল্লিক, ইমতিয়াজ রয়েল, হাসমত আলী, মোস্তাফিজুর রহমান কচি, কামরুজ্জামান যুদ্ধ, রিফাত রহমান, শ্রী সুকমল বাঁধন, সাব্বির আলিম, ফারাদ হোসেন ও আব্দুল হান্নান।

চুয়াডাঙ্গায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগসহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

শনিবার সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার সার্বিক সহযোগিতায় সার্কিট হাউজ এলাকা থেকে এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়ে মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে পরিচালনা করা হয়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন। এ সময় অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন ও পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। অভিযানে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, ‘প্লাস্টিক, পলিথিন ও বিভিন্ন ময়লা-আবর্জনার কারণে পরিবেশে

মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি হয়। এর ফলে নানা রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ে এবং ডেঙ্গুর প্রকোপও দেখা দিতে পারে। তাই আগেভাগেই সচেতনতা বাড়াতে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে এই অভিযান শুরু করা হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রতি সপ্তাহের শনিবার এ ধরনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর চুয়াডাঙ্গা গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

অভিযান চলাকালে শহরের বিভিন্ন সড়ক, অলিগলি এবং মহাসড়কের পাশ থেকে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা অপসারণ করা হয়। পাশাপাশি ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ির আঙিনা ও আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার আহ্বান জানানো হয়। কোথাও যেন পানি জমে না থাকে, সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

এ সময় বাসা-বাড়ির বাসিন্দাদের উদ্দেশে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয় যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা না ফেলা এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে সবাইকে দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। অভিযানে অংশগ্রহণকারীরা অঙ্গীকার করেন, পৌর শহরের কোথাও ময়লা-আবর্জনার স্তুপ থাকতে দেওয়া হবে না এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তুলতে সবাই একযোগে কাজ করবেন।

পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেন জেলা সিভিল সার্জন ডা. হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নয়ন কুমার রাজবংশী, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বি. এম. তারিক-উজ-জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোস্তাফিজুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিফাত আরা, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর আলাউদ্দিন আল আজাদ, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল্লাহ আল নাঈম, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশিস মোমতাজ, মির্জা শহিদুল ও আশফাকুর রহমান এবং টিটিসির অধ্যক্ষ মুছাব্বেরুজ্জামানসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীরা।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম পিটু ও খালিদ মাহমুদ মিল্টন, পৌর জামায়াতের আমির

হাসিবুল ইসলাম, নায়েবে আমির মাহবুব আশিক, সেক্রেটারি মোস্তফা কামাল, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রশিদ ঝন্টুসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং চুয়াডাঙ্গা ভলেন্টিয়ার্সের সদস্যরা।

দর্শনায় ভিজিএফ চাল বিতরণে রাজনৈতিক টানাপোড়েন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌরসভায় ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রমকে ঘিরে রাজনৈতিক মতানৈক্য, তালিকা প্রণয়নে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগে তীব্র সমালোচনা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীদের মধ্যে মতবিরোধ ও প্রভাব বিস্তারের কারণে প্রকৃত দরিদ্রদের অনেকেই তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। ফলে চাল না পেয়ে বহু অসহায় মানুষ হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, দর্শনা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের মোট ৩ হাজার ৮৫ জন উপকারভোগীর জন্য কার্ডপ্রতি ১০ কেজি হারে মোট ৩০ হাজার ৮৫০ কেজি ভিজিএফ চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার ও বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত পৌরসভার ৩, ৪, ৫ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডে চাল বিতরণ করা হয়। তবে তালিকায় নাম না থাকায় অনেক দরিদ্র মানুষ চাল পাননি। পৌর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামী রবিবার ১৫ মার্চের মধ্যে বাকি তালিকা সম্পন্ন করে চাল বিতরণ শেষ করা হবে।

চাল নিতে এসে তালিকায় নাম না পেয়ে অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, উপার্জনে অক্ষম ও অসহায় দুঃখী নারী চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বাড়ি ফিরে যান। একজন বৃদ্ধা আক্ষেপ করে বলেন, “আমার স্বামী নেই, সন্তান নেই। কাজ করার শক্তিও নেই। মানুষের দয়ার ওপর বেঁচে আছি। তবুও একটা চালের কার্ডও পেলাম না।” ইসারন নেছা নামের আরেক বৃদ্ধা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, “আমার দেখার কেউ নেই। তেল তো দূরের কথা, চালের কার্ডও এখনো পাইনি।” নিয়াজ উদ্দিন নামের এক ভ্যানচালক জানান, ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করলেও কোনো ভিজিএফ কার্ড

তিনি পাননি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, তালিকা তৈরির সময় রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের প্রভাব ও মতবিরোধের কারণে অনেক প্রকৃত দরিদ্রের নাম বাদ পড়েছে। অন্যদিকে আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগও উঠেছে। এতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে তালিকা নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়েছে এবং তার প্রভাব পড়েছে চাল বিতরণ কার্যক্রমে।

চাল বিতরণের সময় অনিয়মের একটি ঘটনাও সামনে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এক নারী একাই ১৭টি টোকেন নিয়ে চাল নিতে এলে বিষয়টি দর্শনা পৌরসভার প্রধান সহকারী শাহ আলমের নজরে আসে। পরে তিনি টোকেনগুলো জব্দ করে প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেন।

এদিকে অভিযোগ উঠেছে, কেরু অ্যান্ড কোম্পানির কয়েকজন চাকরিজীবী এবং বাজারের কিছু কাপড় ব্যবসায়ীও ভিজিএফের চাল পেয়েছেন। অথচ প্রকৃত দরিদ্র অনেক পরিবার তালিকায় নাম না থাকায় বঞ্চিত হয়েছেন।

জানা গেছে, গত ৩ মার্চ ভিজিএফের চাল সুষ্ঠুভাবে বিতরণের লক্ষ্যে দর্শনা পৌর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে একটি সভা করে। সেখানে দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে রাজনৈতিক মতবিরোধ ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে নির্ধারিত সময়েও তালিকা প্রস্তুত শেষ হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। পৌর প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, তালিকা প্রস্তুতের জন্য সর্বোচ্চ ৮ দিনের সময় দেওয়া হলেও প্রায় ১০ দিন পার হলেও কয়েকটি ওয়ার্ডের তালিকা সম্পূর্ণ হয়নি।

দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট বলেন, “পৌর কর্তৃপক্ষের আহ্বানে প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য দুইজন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে। তাদের মাধ্যমেই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। কিছু তালিকা জমা পড়েছে, বাকিগুলোও দ্রুত জমা দেওয়া হবে। তবে কোনো সচ্ছল ব্যক্তি যদি ভিজিএফের চাল পেয়ে থাকেন, তাহলে তা ঠিক হয়নি।”

অন্যদিকে দর্শনা পৌর জামায়াতের আমীর শাইকুল ইসলাম অপু বলেন, “আমাদের দলের কেউ স্বজনপ্রীতি বা অনিয়মের সঙ্গে জড়িত নন। আমাদের প্রতিনিধিরা প্রকৃত প্রাপকদের নামই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।”

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দর্শনা পৌর প্রশাসক শাহিন আলম বলেন, “সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী

জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং পূর্বের তালিকা থেকেও কিছু নাম নেওয়া হয়েছে। কোনো অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, একটি ওয়ার্ডে অনেক দরিদ্র মানুষ থাকলেও সবাইকে কার্ড দেওয়া সম্ভব নয়। সরকার যে পরিমাণ কার্ড বরাদ্দ দিয়েছে, সে অনুযায়ী তালিকা করা হয়েছে। তবে কোনো অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেলে তা খতিয়ে দেখা হবে।